রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী
ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

পরিপত্র নং- ঋওঅ-১ – ০২ /২০০৮ তারিখ ঃ ২৯-০৬-২০০৮

বিষয় ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা প্রসঙ্গে।

রাকাব এর প্রধানতম দায়িত্ব দেশের উত্তরাঞ্চলের কৃষিতে অর্থায়ন। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে প্রতিনিয়ত দেশের কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এ অবস্থায় এরিয়া এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে যে এলাকায় যে কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সে শাখার জন্য সে সকল খাতে অধিক বরাদ্দ রাখতে হবে। এ ছাড়াও ঐ সকল এলাকায় এ সকল কর্মকান্ডের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ফরওয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ কার্যক্রমের (উৎপাদনের উপকরণ সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মূল্য সংযোজন, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ইত্যাদি) উন্নয়ন ঘটানোর জন্যও ঋণ বিতরণ করতে হবে। রাকাবের জুরিসডিকশনে প্রচুর হাজামজা পুকুর, দীঘি রয়েছে যেগুলি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়ে মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই প্রেক্ষাপটে দেশের কৃষি উন্নয়নে সহায়তাকরণের লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ৯০০.০০ কোটি টাকার ঋণ কর্মসূচী নিম্ন লিখিতভাবে প্রণযন করা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা 'পরিশিষ্ট-ক' মোতাবেক জোনওয়ারী (এলপিও সহ) মূল উপ-খাতওয়ারী বন্টন করে এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	উপ-খাত	লক্ষ্যমাত্রা
১	শস্য ঋণ	৪৬২.২৬
২	মৎস্য সম্পদ	৭.৪৪
৩	পশু সম্পদ	৫০.৫৩
৪	খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি	১২.৩০
৫	এসএমই (SME)	৮.৯৪
৬	চলমান ঋণ	২৩৬.৪৭
৭	মাইক্রো ক্রেডিট /দারিদ্র বিমোচন (ক্ষুদ্র ঋণ)	১৯.৮৮
৮	অন্যান্য	৬৬.৩০
	উপ-সমষ্টি ঃ	৮৬৪.১২
৯	কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প	৩৫.৮৮
	সর্বসমষ্টি ঃ	৯০০.০০

০২। শস্য ঃ

শস্য ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান শস্য ও আমদানী বিকল্প আর্থিকভাবে লাভজনক শস্যগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তাছাড়া যে সকল জমি পতিত থাকে সে সকল জমিতে অপ্রচলিত শস্য উৎপাদনের জনও পরিকল্পিতভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা গেলে প্রতিটি এলাকার শস্য উৎপাদন কাঠামোতে (Cropping Pattern) যেমন পরিবর্তন আসবে তেমনি উৎপাদন নিবিড়তাও (Cropping Intensity) বৃদ্ধি পাবে। তা ছাড়া ভুট্টা, ফুল, শাক-সব্জি, মশলা জাতীয় শস্য ইত্যাদি এলাকাভিত্তিক শস্য উৎপাদনের জন্য "এরিয়া এ্যাপ্রোচ" পদ্ধতিতে ঋণ বিতরণের পরিকল্পনা নিতে হবে। সাথে সাথে এরিয়া এ্যাপ্রোচ ভিত্তিতে যে এলাকায় যে কর্মকান্ডের সম্ভাবনা রয়েছে সে শাখার জন্য সে সকল খাতে অধিক বরাদ্দ রাখতে হবে। শস্য খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৪৬২.২৬ কোটি টাকা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকার কর্তৃক আমদানী বিকল্প শস্য খাতের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও আমদানী বিকল্প খাদ্য শস্যের উৎপাদন বাড়ানোর উদ্দেশ্যে (১) মাসকলাই (২)মুগ (৩) মশুর (৪) খেশারী (৫) ছোলা (৬) মটর (৭) অরহর (৮) সরিষা (৯) তিল (১০) তিষি (১১) চীনা বাদাম (১২) সূর্যমুখী (১৩) সয়াবীন (১৪) পিঁয়াজ (১৫) রসুন (১৬) মরিচ (১৭) হলুদ (১৮) আদা (১৯) জিরা ও (২০) ভূট্টা উৎপাদনে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। আমদানী বিকল্প এসকল শস্য খাতে কোন অবস্থাতেই গত বছরের চেয়ে কম লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ দেয়া যাবে না। শস্য ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দের ক্ষেত্রে যেখানে যে ফসল উৎপন্ন হয় না সেখানে সে ফসলের জন্য বরাদ্দ দেয়া যাবে না। বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচীর বাইরেও কোন উদ্যোক্তা বীজ উৎপাদন বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে বৃহৎ কম্প্যাক্ট এলাকায় কোন ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ গ্রহণে আগ্রহী হলে তাঁদেরকেও পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত গ্রহণ করে ঋণ দেয়া যাবে। প্রান্তিক / বর্গাচাষীগণকে ঋণ প্রদানে যাতে কোন প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

০৩। মৎস্য সম্পদ ঃ

মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মাছের চাষ বাড়ানো এবং সেই সাথে গুণগত মাছের অর্থাৎ যে মাছের দাম বেশী, কম সময় আকারে বৃদ্ধি পায় এবং বাজারে চাহিদা রয়েছে সে সকল মাছের উৎপাদন বাড়ানো। অমিত সম্ভাবনাময় এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানী আয় বাড়ানো ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিপুল সুযোগ রয়েছে। মৎস্য সম্পদ বলতে মিঠা পানির মাছ / পুকুরে মাছ চাষ, ধান ক্ষেতে / উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, গলদা চিংড়ী চাষ, উন্নত মৎস্য পোনা/ রেনু পোনা উৎপাদন হ্যাচারী ইত্যাদি প্রাথমিক মৎস্য উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরিত ঋণ এই খাতে প্রদর্শন করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদের ঋণ প্রদানে সম্পৃক্ত করা হলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষে কাঙ্খিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। মৎস্য সম্পদ খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট ঋণ বিতরণ বরাদ্ধ রাখা হয়েছে ৭.৪৪ কোটি টাকা। মৎস্য খাতে ঋণ বিতরণেও এরিয়া এ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে অনুসরণ করতে হবে।

০৪। পশু সম্পদ ঃ

সনাতন পদ্ধতির চাষাবাদে গরু/মহিষ এখনো গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন উপকরণ। পুষ্টি চাহিদা মিটানোর জন্য গুড়া দুধের আমদানী বিকল্প দুগ্ধ উৎপাদন, হাঁস মুরগীর ডিম ও মাংস উৎপাদন, ছাগল-ভেড়ার রেয়ারিং ও ব্রীডিং, গরু মোটা-তাজাকরণ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগোষ্ঠির প্রয়োজনীয় প্রোটিন চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে এ বছরের ঋণ বিতরণ পরিকল্পনায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পশু সম্পদ বলতে হালের বলদ/মহিষ, গাভী পালন, দুগ্ধ খামার, গরু মোটা-তাজাকরণ, ছাগল পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), ভেড়া পালন (রেয়ারিং ও ব্রীডিং), মুরগী পালন (ব্রয়লার ও লেয়ার), হাঁস পালন, হাঁস-মুরগী হ্যাচারী বা এগুলোর মিশ্র খামার ইত্যাদি প্রাথমিক উৎপাদনকে বুঝাবে এবং উল্লেখিত কর্মকান্ডে বিতরিত ঋণ এই খাতে প্রদর্শন করতে হবে। পশু সম্পদ খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে মোট ঋণ বিতরণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০.৫৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য সম্প্রতি বার্ড ফ্লু জনিত কারণে পোল্ট্রি খাত যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ ফার্ম মালিকদের ঋণ পুনঃতফসিলকরণ, সুদ মওকুফসহ পুনঃ ঋণ বিতরণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

০৫। খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি ঃ

খামার ও সেচ যন্ত্রপাতি খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে ১২.৩০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সম্ভাব্যতা অনুযায়ী শাখাগুলিকে বরাদ্দ করে দিবেন। খামার যন্ত্রপাতি খাতে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, সেচ যন্ত্রপাতি ছাড়াও ছোট ছোট কৃষি সরঞ্জাম যেমন- ড্রাম সীডার, প্রেসার, উইডার, ছোট ছোট সেচ যন্ত্র ইত্যাদি বাবদ বিতরণকৃত ঋণও দেখাতে হবে।

০৬। কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্প ঃ

কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প উপ-খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বৎসরে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ৩৫.৮৮ কোটি টাকা। কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রকল্প উপ-খাতের আওতায় মেয়াদী ঋণসহ উক্ত শিল্প প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রদত্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল (যা স্বল্প মেয়াদী ও বাৎসরিক ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য)। চলমান ঋণ উপ-খাতের পরিবর্তে এই খাতের আওতায় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং উক্ত উপ-খাতের পরিবর্তে এই খাতে (অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রকল্প খাতে) দেখাতে হবে। শিল্প প্রকল্প পরিচালনার জন্য প্রদত্ত ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ব্যতীত অন্যান্য ট্রেডিং ঋণ (ক্যাশ ক্রেডিট) চলমান ঋণ হিসাবে গণ্য হবে।

০৭। এসএমই (SME) ঃ

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এসএমই'র বিকাশ ও সম্প্রসারণ বর্তমানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে সমাদৃত হচ্ছে। দেশের দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে দেশব্যাপী অধিক হারে এসএমই প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। ৫০.০০ লক্ষ টাকার উর্ধ্বের মৎস্য উৎপাদন ও পশু সম্পদ ঋণসহ অন্যান্য সকল প্রকল্পের বিপরীতে বিতরণকৃত ঋণ এসএমই খাতে দেখাতে হবে। এ ছাড়া নীচের সংজ্ঞায় নির্ধারিত অংকের উর্ধ্বের অংকের ঋণসমূহ কৃষিভিত্তিক শিল্প খাতে দেখাতে হবে।শিল্প নীতি ২০০৫ অনুযায়ী এসএমই এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এসএমই এর সংজ্ঞা ঃ

(ক) "মাঝারি শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/প্রতিস্থাপন ব্যয় ১.৫০ কোটি টাকা থেকে ১০ কোটি টাকা।

(খ) "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে অন্যান্য স্থায়ী সম্পদের মূল্য/ প্রতিস্থাপন ব্যয় অনধিক ১.৫০ কোটি টাকা।

নন-ম্যানুফ্যাকচারিং (ট্রেডিং এবং অন্যান্য সেবা) খাতে এসএমই এর সংজ্ঞা ঃ

(ক) "মাঝারি শিল্প" বলতে সেসব প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে যেসব প্রতিষ্ঠানে ২৫ হতে ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে।

(খ) "ক্ষুদ্র শিল্প" বলতে বুঝাবে সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান যেখানে ২৫ জনেরও কম শ্রমিক কাজ করে (কুটির শিল্পের মত পরিবারের লোকজন নয়)।

০৮। চলমান ঋণ ঃ

চলমান ঋণ খাতে এ বছর ২৩৬.৪৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষগণ এ খাতের ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করবেন। ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের নিয়মিত চলমান ঋণসমূহ অনিয়মিত হতে দেয় যাবে না। ব্যাংকের বিধি মোতাবেক অনিয়মিত চলমান ঋণগুলি নিয়মিত করতে হবে। এতদসত্বেও যে সকল চলমান ঋণ হিসাব অনিয়মিত থাকবে সেগুলি আদায়ের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৯। ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী ঃ

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী খাতে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছর ১৯.৮৮কোটি টাকা ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রা চালু কর্মসূচীসহ অন্যান্য নতুন কর্মসূচীতে ঋণ বিতরণ করতে হবে। এ খাতে বিগত সময়ে বিতরণকৃত ঋণসমূহ আদায়ের উপর জোর দিতে হএবং বিচক্ষণতার সাথে এমনভাবে পুনরায় ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে বিতরিত ঋণগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় হয়ে যায়।

১০। অন্যান্য ঋণ ঃ

ব্যাংকের উপরোক্ত নির্ধারিত ৮টি মূল উপ-খাতের বাইরে অনুমোদিত খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ অন্যান্য খাতে দেখাতে হবে। তবে জামানত নির্বিশেষে যে উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা হবে রিপোর্টিং এর সময় তা সেই সংশ্লিষ্ট খাতে দেখাতে হবে। অর্থাৎ মেয়াদী আমানত, ডিপিএস বা অন্য যে কোন সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ দেয়া হোক না কেন ঋণের উদ্দেশ্য অনুযায়ী উহার খাত নির্ধারিত হবে।

১১। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণে অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা ঃ

ক. অগ্রাধিকার প্রদত্ত আমদানী বিকল্প শস্যসহ গ্রীষ্ম ও শীতকালীন মৌসুমের সকল প্রকার শস্যের জন্য চাহিদা অনুযায়ী শস্য ঋণ বিতরণ করতে হবে। যে এলাকায় যে ফসল বেশী উৎপাদিত হয় সে এলাকায় সে ফসলের জন্য অধিক পরিমাণে ঋণ বিতরণ করে শস্য ঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়াতে হবে।

খ. মৎস্য সম্পদ খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি শাখা অধিক্ষেত্রের সকল পুকুর চিহ্নিত করে তার ন্যুনতম ৫০% পুকুরে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিতে হবে।

গ. প্রতি জোনে ন্যুনতম ১টি মৎস্য পোনা উৎপাদন হ্যাচারী স্থাপনের জন্য ঋণ দিতে হবে।

ঘ. প্রতি জোনে ৫টি ব্রয়লার খামার ও ৫টি গাভী / গরু মোটাতাজাকরণ খামারে ঋণ দিতে হবে।

ঙ. সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি উপ-খাতে বিপুল চাহিদা থাকা সত্বেও ঋণ বিতরণ আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়নি। চলতি বছরের প্রথম থেকেই এ উপ-খাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ সুষ্ঠু বিনিয়োগে সচেষ্ট হতে হবে।

চ. এসএমই তথা ক্ষুদ্র ও মাঝারী আকারের কৃষি উপকরণ প্রক্রিয়াজাতকরণ, উৎপাদিত পণ্যের সংরক্ষণ, খামার স্থাপন ইত্যাদি মেয়াদী প্রকল্প ঋণের জন্য সম্ভাবনাময় নতুন নতুন উদ্যোক্তা / কোম্পানী চিহ্নিত করতে হবে। অতঃপর এ সব প্রকল্পে মেয়াদী ঋণ ও প্রকল্প পরিচালনার জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা / কোম্পানী চিহ্নিতকরণের কাজটি সতকর্তার সাথে সম্পাদন করতে হবে।

ছ. একইভাবে কৃষি উপকরণ বা কৃষি পণ্যের বাজারজাতকরণ ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ট্রেডিং লোন সঠিকভাবে প্রাক্কলনের মাধ্যমে মঞ্জুরি ও বিতরণ করে বরাদ্দকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে এবং নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

জ. উপরে উল্লেখিত উপ-খাত ছাড়াও অন্যান্য খাতে বিচক্ষণতার সাথে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

১২। ১১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বিষয়াদি ছাড়াও নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সর্বদা স্মরণ রেখে ঋণ বিতরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে ঃ

ক. অনুমোদিত কোন খাতে ঋণ চাহিদা থাকা সত্বেও লক্ষ্যমাত্রা / বরাদ্দ নেই এই অজুহাতে ঋণ বিতরণ বন্ধ রাখা যাবে না। প্রয়োজনে অন্য খাত হতে সমন্বয়ের মাধ্যমে বরাদ্দ সংস্থানপূর্বক ঋণ বিতরণ করতে হবে।

খ. মেয়াদী / বন্ধকী ঋণ বিতরণের উপর জোর দিতে হবে এবং এ খাতসমূহে লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই অর্জন করতে হবে।

গ. ঋণের গুণগতমান সম্পূর্ণভাবে বজায় রাখতে হবে যাতে বর্তমানে বিতরিত ঋণ আগামীতে শ্রেণীকৃত (CL) না হয়। ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের সংস্থান করতে হবে।

ঘ. পুরাতন ঋণ আদায় করে ঋণ গ্রহীতার প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন ঋণ বিতরণের মাধ্যমে অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ বাড়াতে হবে। পুনঃঋণের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় হতে জারীকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. দ্রুততা ও স্বচ্ছতার সাথে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ বিতরণে কোন কর্মকর্তা /কর্মচারী দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চ. ব্যাংক ঋণের সুবিধা, কম সুদের হার এবং সহজলভ্যতার বিষয়ে কৃষকদেরকে ব্যাপকভাবে অবহিত করতে হবে। কৃষকের প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী এমনভাবে ঋণ বিতরণ করতে হবে যাতে তাদেরকে কৃষি কাজের পুঁজির জন্য মহাজনের দারস্থ হতে না হয়।

ছ. যথাযথভাবে পাশ বই ইস্যু ছাড়া কোন ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

জ. ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করতে হবে। তবে কোন অবস্থাতেই প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন ছাড়া লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ঋণ বিতরণ করা যাবে না।

ঝ. কম রিটার্নযুক্ত আইটেমে ঋণ বিতরণ নিরুৎসাহিত করে অধিক রিটার্নযুক্ত আইটেমে ঋণ বিতরণে মনযোগী হতে হবে।

১৩। ঋণ বিতরণকাল ব্যাংকের ঋণ ম্যানুয়েল ও সময়ে সময়ে জারীকৃত পত্র/পরিপত্রের নির্দেশনা, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ কৃষি / পল্লী ঋণ কর্মসূচী সংক্রান্ত নীতিমালা ও নিয়মাচার যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। ঋণ শৃংখলা জোরদারকরণপূর্বক ঋণ বিতরণের গুণগত মান বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ব্যাংকের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের ঋণদান কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য শাখা সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার জন্য জোনাল ব্যবস্থাপকগণকে অনুরোধ করা হলো। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ এমনভাবে করতে হবে যাতে সিংহভাগ ঋণের অর্থ নির্ধারিত সময়ে ফেরত আসে এবং সহসা কোন ঋণ SMA, WCL অথবা CL না হয়।

(মোঃ আবু হানিফ খান)
মহাব্যবস্থাপক

সূত্র নং- প্রকা/ঋওঅ-১/৪৬/২০০৭-২০০৮/ ৮১২(৪৫০) তারিখ ঃ ----- ঐ ------

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হল ঃ

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী ।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক (নিঃহিঃআঃ) মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৫। স্টাফ অফিসার, মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর।
০৬। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক/ সচিব / বিভাগীয় প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৭। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রংপুর।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। উপ-মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা শাখা ঢাকা / স্থানীয় মূখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১০। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১১। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। মহানথি / অফিস নথি।

(আমিনুল ইসলাম খন্দকার)
উপ-মহাব্যবস্থাপক